**কোলকাতা ঘোষণা**
**৩০ নভেম্বর ২০১৮**

উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বন্দোবস্তকে আরো মজবুত করে তোলার জন্যে যে নতুন উদ্যোগ নেওয়া আশু প্রয়োজন সে কথা ২০১৬র উদ্বাস্তু ও অভিবাসী সংক্রান্ত নিউইয়র্ক ঘোষণায় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয় যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উদ্বাস্তু এবং অভিবাসন বিষয়ে পৃথক পৃথক দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তি (গ্লোবাল কম্প্যাক্ট) সম্পাদন করবে। এই প্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক – যেমন এই নয়া আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি প্রচলিত সুরক্ষা আয়োজনের চেয়ে কতটা আলাদা হবে, অথবা তাতে কোন কোন ধরণের প্রতিশ্রুতি বা দ্বন্দ্ব থাকবে? সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অভিবাসন স্রোতের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে কলকাতায় রোসা লুক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ দ্বারা আয়োজিত 'উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বন্দোবস্তের অবস্থা' সংক্রান্ত ছয়দিন-ব্যাপী কর্মশালা ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (২৫-৩০ নভেম্বর ২০১৮) এই প্রশ্নগুলির ওপরে দীর্ঘ প্রতর্ক চলে, যাতে মোট ১৮টি দেশের ১০১ জন গবেষক, অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মী, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতর্কের সিদ্ধান্তস্বরূপ, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে, 'কোলকাতা ঘোষণা'র একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়, যা ৩০শে নভেম্বর ২০১৮য় কর্মশালা ও সম্মেলনের শেষ দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

'উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বন্দোবস্তের অবস্থা' সংক্রান্ত কোলকাতা সম্মেলন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে –

- গত দশক জুড়ে সারা পৃথিবীতেই উদ্বাস্তু স্রোতের বহর বেড়েছে। দৃশ্যতই, বিশ্বজনীন উদ্বাস্তু সংকট আরো গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার ও মানবিক সুরক্ষার প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাগুলি যথেষ্ট অথবা যথোপযুক্ত নয়। বহু বছরের প্রয়াস সত্ত্বেও উদ্বাস্তু এবং অভিবাসীরা আজও প্রান্তিক শ্রেণী হয়েই রয়ে গিয়েছে। তাদের নিরাপত্তা বিধানে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলির বিশ্বজনীন দায়িত্বর প্রচলিত ধারণাটির ইতিমধ্যে এক লজ্জাজনক পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পাশাপাশি, অভিবাসী-উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা তাদের মানবাধিকার সুরক্ষিত করার বিভিন্ন স্থানীয়, আঞ্চলিক, প্রথাগত, দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক উদ্যোগগুলি অবহেলিতই থেকে গেছে, যা অন্যথায় মানুষের সম্মান সুনিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হতে পারত;
- বর্তমান সময়ে যখন অভিবাসনের স্রোত ক্রমশ আরো মিশ্র এবং ব্যাপক হয়ে উঠছে, উদ্বাস্তু-অভিবাসীদের দায়িত্ব নেওয়ায় রাষ্ট্রগুলির সীমাবদ্ধতা ও অনিচ্ছা দুই-ই আরো প্রকট হয়ে উঠছে, তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সমাজের সমস্ত স্তরের অংশীদারদের নিয়ে যে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু-অভিবাসী সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নিয়েছে তা উদ্বাস্তু ও অভিবাসী সুরক্ষার পুরনো ব্যবস্থাগুলিকে নতুন করে যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়;
- স্যাংচুয়ারি (নিরাপদ আশ্রয় অঞ্চল), থার্ড কান্ট্রিস (অভিবাসনের উৎস ও গন্তব্য ভিন্ন তৃতীয় কোনও দেশ), হটস্পট (নিবিড় অভিবাসনস্থল), বর্ডার জোনস (সীমান্তবর্তী অঞ্চল), সেফ করিডর (নিরাপদ অভিবাসন অলিন্দ), শ্রমের অসম অধিকার সম্বলিত বৈষম্যমূলক শ্রম ব্যবস্থা, রেমিট্যান্সের (প্রবাস থেকে প্রেরিত অর্থের) ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি, ফিনান্স-পুঁজি অথবা নিরাপত্তা বাহিনীর নিবিড় কার্যকলাপের এলাকা – উদ্বাস্তু ও অভিবাসী সুরক্ষার এই অসমান ভূগোলের প্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাম্প্রতিক উদ্যোগ উদ্বাস্তু এবং অভিবাসীদের এক বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়ার বিষয়ী হিসেবে স্বীকার করে নেয়;
- জাতি, ধর্ম, জাতপাত, সক্ষমতা, যৌনপরিচয়, লিঙ্গ বা সম্পদের মাপকাঠির ভিত্তিতে বিভাজন অথবা প্রত্যাখান কখনোই বরদাস্ত করা যায় না। এই সম্মেলন তাই সব সংখ্যাগুরু, পুরুষতান্ত্রিক এবং একরৈখিক সংস্কৃতিকে বর্জন করে যা উদ্বাস্তু, অভিবাসী, এবং রাষ্ট্রবর্জিত (স্টেটলেস) নারীদের ব্যক্তিসত্ত্বা, বিষয়ী সত্ত্বা, নাগরিকত্ব এবং রাজনৈতিক-সামাজিক পছন্দের অধিকারকে সংকুচিত করে তাদের সামগ্রিকভাবে অধিকারচ্যুত করে;

- বিশ্বজোড়া উদ্বাস্তু বা অভিবাসী অর্থনীতির এইসব চিহ্নগুলি মাথায় রেখে বর্তমান পরিস্থিতির কয়েকটি বিশেষ চরিত্রের উল্লেখ করা জরুরি – (ক) উদ্বাস্তুদের সাথে বাধ্যতামূলক দেশান্তর (ফোর্সড মাইগ্রেশন), বেআইনি অভিবাসনের (ইল্লিগাল ইমিগ্রেশন) শিকার ও অন্তর্দেশীয় বাস্তুহারাদের (আইডিপি) নিবিড় সম্পর্ক, (খ) উদ্বাস্তু অর্থনীতি ও অর্থনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্রের নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক, (গ) সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমের মধ্যে সংযোগ, (ঘ) একদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে উদ্বাস্তু ও অভিবাসী শ্রমিকের আত্মিকরণ, আবার অন্যদিকে তাদেরকেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, (ঙ) উদ্বাস্তু ও বিদেশি (এলিয়েন) – এই দুই পরিচয় নির্মাণে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও সম্পদের সক্রিয় ভূমিকা, (চ) ফলতঃ এই মুহূর্তের আশু চাহিদা শ্রমের আধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং ন্যায়ের নীতিগুলিকে সংশ্লিষ্ট করা, (ছ) এবং আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু-অভিবাসী সুরক্ষা বন্দোবস্তকে ন্যায় এবং স্বাধীনতার অন্যান্য সমান্তরাল, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত ধারণাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা।
- এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পৃথিবী জুড়ে এক বিশাল রাষ্ট্রবর্জিত (স্টেটলেস) জনসংখ্যার উপস্থিতি। যেখানে কোনও না কোনও রাষ্ট্রের সদস্য হওয়াটাই দস্তুর, সেখানে এরা হল সেইসব মানুষজন যারা একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও কোনও রাষ্ট্রেরই সুরক্ষা লাভ করে না। আন্তর্জাতিক আইনের পরিধির মধ্যে এই সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুরা বারবার রাষ্ট্রবর্জিত পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, দীর্ঘায়িত উদ্বাস্তু জীবন শেষ অব্দি রাষ্ট্রবর্জিত দশায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং উদ্বাস্তু ও রাষ্ট্রবর্জিত সত্ত্বার মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। এ ছাড়াও, অনেক ক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রের নতুন নাগরিকত্ব বিধি সে দেশের দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের উদ্বাস্তু না করলেও রাষ্ট্রবর্জিত বানিয়ে তুলেছে। অথবা, অনেক সময়ে কোনও নতুন রাষ্ট্রের জন্ম বা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সীমানা পুনর্গঠনের ফলে উদ্‌ভূত রাষ্ট্রবর্জিত পরিস্থিতি পরবর্তী সময়ে আরও প্রসারিত হয়েছে রাষ্ট্রগুলিতে বর্ধমান সংখ্যাগুরুত্ববাদ এবং সংখ্যালঘু নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে, যা কখনো কখনো এক শ্রেণীর নাগরিক অথবা বাসিন্দাদের দেশ থেকে বিতাড়নের পথ প্রস্তুত করেছে;
- দক্ষিণ এশিয়ার মত অঞ্চলে, যেখানে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক সীমান্ত-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এবং সীমান্ত পারাপারের সমস্যা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, রাষ্ট্রগুলি ক্রমেই তাদের নাগরিকত্বের শর্তগুলিকে কঠিন করেছে। আর তার ফলে রাষ্ট্রবর্জিত হওয়ার আদর্শ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং রাষ্ট্রগুলির সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক প্রান্তদেশে একের পর এক রাষ্ট্রবর্জিত মানুষের দ্বীপ তৈরি হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রবর্জিত অস্তিত্বের আরেক ধরণ – এক রাষ্ট্র থেকে আরেক রাষ্ট্রে স্বীকৃত ও বেআইনি উভয় প্রকারের শ্রম অভিবাসনের ফলে যার জন্ম। রাষ্ট্রগুলি তাদের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী অভিবাসীদের স্বভূমে প্রত্যাবাসনের দাবি জানালেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি তা প্রত্যাখান করেছে। এর ফলে সেই অভিবাসী মানুষগুলি রাষ্ট্রবর্জিত হয়েই থেকে গিয়েছে;
- প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবস্থা এই রাষ্ট্রবর্জিত অস্তিত্বের সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট নয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতা এর জন্যে আরো উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করে। বিশেষ করে বিচার প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবীর আলাদা আলাদা অঞ্চলে প্রচলিত পৌর ও আন্তর্জাতিক আইনগুলির বিভিন্নতা অঞ্চলভিত্তিক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায়;
- একদিকে ইরাক, সিরিয়া, ইসরায়েল-প্যালেইস্তান, ইয়েমেন, আফগানিস্তান থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা যুদ্ধবিদ্ধস্ত, আর অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চল জুড়ে নির্বাসন ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ঘটনা ক্রমবর্ধমান। এই প্রেক্ষাপটে অবিরত জনস্রোত এবং অভূতপূর্ব উদ্বাস্তু সংকট আজ এশিয়ায় এক চূড়ান্ত অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। মায়ানমারবাসী রোহিঙ্গিয়াদের বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগ এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। এ সবই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন বা তজ্জনিত সুবিশাল দেশান্তরের মত বিশ্ব-ইতিহাসে তুলনারহিত ঘটনার উত্তরসূরী। এই পরিস্থিতির ফলস্বরূপ গত কয়েক দশকে যেমন অসংখ্য উদ্বাস্তু, শরণার্থী ও অভিবাসী শ্রমিকের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে নারী ও শিশুপাচারের সংখ্যা বেড়েছে। এর সাথে যুক্ত করতে হবে মালয়েশিয়া, ভারতবর্ষ, তুরস্কের মত দেশে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি থেকে শ্রম অভিবাসনের বিষয়টি – যার সাথে কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, হিংসাবিদ্ধস্ত সীমান্তবর্তী এলাকা, শ্রমের অধিকারের অনুপস্থিতি এবং ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম বেতনের মত সমস্যাগুলি জড়িয়ে রয়েছে। আজকের এশীয়

পরিস্থিতি তাই উদ্বাস্তু, অভিবাসী ও রাষ্ট্রবর্জিত জনগণের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বন্দোবস্তগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন দাবী করে;

- এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু, শরণার্থী, অভিবাসী শ্রমিক, রাষ্ট্রবর্জিত মানুষজন এবং অন্তর্দেশীয় বাস্তুহারাদের নিরাপত্তা, সম্মান ও সুরক্ষা নিশ্চিন্ত করতে আরো বেশি করে উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক, দ্বিপাক্ষিক, পৌরএলাকা, নাগরিক সমাজ-সহ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আরো বেশি করে আলাপ-আলোচনা করা জরুরী।

'উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বন্দোবস্তের অবস্থা' সংক্রান্ত কোলকাতা সম্মেলন ঘোষণা করছে যে –

১। স্থান পরিবর্তনের অধিকার একটি সর্বজনীন মানবাধিকার এবং মানুষের সম্মান হানি করে এমন কোনও নীতি বা ব্যবস্থা এই অধিকারকে সংকুচিত করতে পারেনা;

২। উদ্বাস্তু, অভিবাসী, রাষ্ট্রবর্জিত মানুষজন এবং অন্যান্য বাস্তুচ্যুতরাই একটি আদর্শ সুরক্ষা বন্দোবস্ত, আইন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় চরিত্র;

৩। যে কোনও আন্তর্জাতিক নীতির পরিকল্পনায় আঞ্চলিক, দেশীয়, স্থানীয়, পৌর, প্রথাগত বিভিন্ন স্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থার বহুমাত্রিক প্রয়োগগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরী। শুধুমাত্র উদ্বাস্তু, অভিবাসী, রাষ্ট্রবর্জিত জনতা ও তাদের সপক্ষে কাজ করে এরকম সংগঠনগুলির সাথে দীর্ঘ এবং বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে দিয়েই এরকম আন্তর্জাতিক নীতি প্রণয়ন সম্ভব যা স্থায়ী সুরাহার হদিশ দিতে পারে;

৪। জাতি, ধর্ম, জাতপাত, সক্ষমতা, যৌনপরিচয়, লিঙ্গ অথবা শ্রেণীর ভিত্তিতে বৈষম্য, যা যে কোনও মানুষের অধিকার ও সম্মান হানি করে, তাকে প্রতিহত করা যে কোনও সুরক্ষা কাঠামোরই দায়িত্ব – তা সে আন্তর্জাতিক হোক বা স্থানীয়;

৫। আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বন্দোবস্তের পুনর্নির্মাণের যে কোনও পরিকল্পনায় হিংসা ও উচ্ছেদ সংগঠিত করা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্যকলাপের জন্যে দায়ী করার অবকাশ থাকতে হবে;

৬। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত উদ্বাস্তু, অভিবাসী ও রাষ্ট্রবর্জিত মানুষজন সবরকমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবী রাখে;

৭। রাষ্ট্রবর্জিত জনতার সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া সমগ্র বিশ্বের কর্তব্য;

৮। বাধ্যতামূলক দেশান্তর ও রাষ্ট্রবর্জিত হওয়ার ঘটনার ক্রমবিস্তারের প্রেক্ষাপটে এশিয়ার জন্যে 'আফ্রিকার মানুষ ও জনগণের অধিকার সনদ'-এর মত একটি সুরক্ষা প্রস্তাব গ্রহণ করা জরুরী যা সকলের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রমের অধিকার, অভিবাসী-উদ্বাস্তু-শরনার্থী-রাষ্ট্রবর্জিত মানুষজনের অধিকার-সহ মানবাধিকারের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করবে।

অভিজিত সেন (ভারত); সুদীপ বসু (ভারত); তানিয়া দাস (ভারত); লরেন্স জুমা (দক্ষিণ আফ্রিকা); অপালা কুন্ডু (ভারত); অদিতি মুখার্জী (ভারত); সমরেশ গুছাইত (ভারত); সুনীল কুমার কুন্ডু (ভারত); এজিও পাওলিয়া (ইতালি); আনা দানেরি (ইতালি); মহাপ্রভু সেন (ভারত); স্টেফানি ক্রন (জার্মানি); সুভাষ হালদার (ভারত); দেবাশিস দাস (ভারত); শুভজিত বাগচী (ভারত); নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী (ভারত); আন্তিয়া স্টেইবিজ (জার্মানি); পি দত্ত রায় (ভারত); রাজকুমার নাগারাজা (শ্রীলঙ্কা); জসিন্তা কোয়েলহো (অস্ট্রেলিয়া); মেলিসা জু (অস্ট্রেলিয়া); দিশা ঘোষ (ভারত); রুচিকা গুপ্তা (ভারত); জ্যোৎস্না শ্রীবাস্তব (ভারত); শান্তি সরকার (ভারত); রণবীর সমাদ্দার (ভারত); সোম নিরুলা (নেপাল); মুজিব আহমদ আজিজি (আফগানিস্তান); জেনিফার হাইন্ডম্যান (কানাডা); উইলিয়াম ওয়াল্টার (কানাডা); ইটি আব্রাহাম (সিঙ্গাপুর); ঝুম্পা বোস (ভারত); ডেভিড নিউম্যান (ইসরায়েল); সুচরিতা সেনগুপ্ত (ভারত); রাণু বসু (কানাডা); ফেডেরিকো রাওলা (ইতালি); অরূপ কুমার সেন (ভারত); অঙ্কিতা মান্না (ভারত); অশোক কুমার গিরি (ভারত); নাসরিন চৌধুরি (ভারত); জি এম আরিফুজ্জামান (বাংলাদেশ); সাজিদ আহমেদ ফাহরুদ্দিন (শ্রীলঙ্কা); বুদ্ধ সিং কেপচাকি

(নেপাল); সোমদত্তা চক্রবর্তী (ভারত); মৌসুমী চেতিয়া (ভারত); এম ইব্রাহিম ওয়ানি (ভারত); শ্যামলেন্দু মজুমদার (ভারত); সানিয়া বোজানিক (ক্রোয়েশিয়া); এঞ্জেলা স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া); রাজ কুমার মাহাতো (ভারত); রমা সিং (ভারত); মেঘা সিং (ভারত); স্বাতিলেখা ভট্টাচার্য (ভারত); মিশেল চেন (অস্ট্রেলিয়া); ভি কে ত্রিপাঠি (ভারত); পাওলো নোভাক (ইউনাইটেড কিংডম); শ্রীতপা চক্রবর্তী (ভারত); রেশমি ব্যানার্জি (ভারত); এস ইরুদয়া রাজন (ভারত); সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী (ভারত); মাইকেল ফেইনার (ভারত); সমতা বিশ্বাস (ভারত); অজিত কুমার পঙ্কজ (ভারত); জর্জিয়া ডোনা (ইউনাইটেড কিংডম); রজত রায় (ভারত); জেনাইনা গ্যালভাও (ব্রাজিল); মাতান কামিনর (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র); ইন্দ্রজিৎ মজুমদার (ভারত); সাগর বিশ্বাস (ভারত); দেবাঞ্জন কর (ভারত); আই আচার্য্য (ভারত); তন্ময় মালাকার (ভারত); শিবাজী প্রতিম বসু (ভারত); কাটিয়া ভস (জার্মানি); ইয়র্গ শুল্‌ৎজ (জার্মানি); অদিতি সবরওয়াল (ভারত); সুশীল কুমার (ভারত); শিবাশিস চ্যাটার্জি (ভারত); অমিতাভ ভট্টশালি (ভারত); প্রশান্ত রায় (ভারত); অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী (ভারত); শিপ্রা মুখার্জী (ভারত); কে বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত); রূপশ্রী জোশী (নেপাল); আব্দুল কালাম আজাদ (ভারত); বিনীতা কুমারী (ভারত); সাহানা বাসবপত্না (ভারত); সুদীপ্ত সেনগুপ্ত (ভারত); পেটার বোজানিক (সার্বিয়া); আয়েশা চালার (অস্ট্রিয়া); মেঘনা গুহঠাকুরতা (বাংলাদেশ); আইরিন পিনো (পর্তুগাল); রবিন দাঁ (ভারত), শতাব্দী দাস (ভারত); শাহনাজ রাণু (ভারত); সঞ্জিদা জেসমিন (ভারত); ঊর্মি মুখোপাধ্যায় (ভারত); অনিতা সেনগুপ্ত (ভারত); প্রিয়া সিং (ভারত); রতন চক্রবর্তী (ভারত); শুভশ্রী রাউত (ভারত)